মঞ্চে চলচ্চিত্রে

মনোজ মিত্র

(মঞ্চাভিনেতা মঞ্চে থাকেন,
চিত্রাভিনেতা চিত্রে ---
একদা কী করেন মিলন হল দোঁহে
কী ছিল বিধাতার মনে)

চিত্রাভিনেতা ।। (এক ভু তুলে, এক চোখ ছোট করে) ওহে, শুনলুম কোন্ এক নাটকে চাষী - যুবকের পার্ট করে তুমি নাকি থিয়েটার ফাটিয়ে দিচ্ছ!

মঞ্চাভিনেতা ।। (স্বাগত) তোমার তো গা চিড়বিড় করবেই। (প্রকাশ্যে) তুমিই তো ভাই চাষী মজুরের পার্টে এক্সপার্ট! কত ছবি ফাটিয়েছ। (অনুচ্চ স্বরে) ধেড়িয়েছ।

চিত্রাভিনেতা।। কিছু মনে কোর না ভাই, "থিয়েটারের চাষী" শুনলেই আমার হাসি পায়।

মঞ্চাভিনেতা।। কেন ভাই? থিয়েটারের চাষী তো তোমার পাকা ধানে মই দেয়নি।

চিত্রাভিনেতা।। কাস্মিনকালেও না। মই দেবে কি, থিয়েটারের চাষী কি কোনদিন একগাছা ধানের শীষে কাস্তে ছোঁয়াতে পারবে? সেটাই তো আমার পয়েন্ট---

মঞ্চাভিনেতা।। ধরতে পারছি না---

চিত্রাভিনেতা।। আরে বাপু তোমাদের নাচন - কোঁদন সব তো ঐ রঙ্গমঞ্চের মধ্যে -- ঐ বিশ - বাই- ত্রিশের কাঠের কিংবা সিমেন্টের প্ল্যাটফর্মের বুকে। সত্যিকার ধানের শীষ যেখানে থোড়াই পাচ্ছ! চাষী হয়েছ--- কোনদিন মাঠে ধূলোয় পা রেখেছ-- জল কাদায় হাঁটতে পেরেছ -- সত্যিকার ভারী লোহার কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়েছ? কোপাতে পেরেছ মঞ্চে?

মঞ্চাভিনেতা ।। মঞ্চের ওপর মাটি কোথায় পাবো ভাই? লোহার কোদাল চালানোরও পারমিশান নেই। মঞ্চটাই যদি কুপিয়ে রাখি, কোথায় গিয়ে করে খাবো?

চিত্রাভিনেতা। তাই তো বলছি। একটা পলকা টিনের খেলনা - কোদাল নিয়ে তোমরা স্টেজের ওপরে মাটিকাটার অঙ্গভঙ্গি করো, বডি-ল্যাংগুয়েজ প্রদর্শন করো। আরে রিয়েল কোদাল...অ্যাকচুয়াল কোদাল...এইরকম মাথার ওপর তুলে মাটিতে আছড়ে ফেলার শিহরণ কোনদিন পেলে? বুক পিঠের পেশী কেঁপেছে?

মঞ্চাভিনেতা।। তোমার কেঁপেছে?

চিত্রাভিনেতা।। আলবৎ । এই তো বোলপুরের মাঠে আউটডোর সেরে ফিরছি। মাটি কোপানোর দৃশ্য গ্রহণ করা হল। দশটা শট দিলুম। দ্যাখো, হাত রেখে দ্যাখো, এসব জায়গা এখনো থথর করছে! এক্সপিরিয়েন্স! মাইম নয় ভাই, বাস্তব অভিজ্ঞতা। সিনেমায় রয়েছে জীবন--- অ্যাকচুয়াল রিয়্যালিটি।

মঞ্চাভিনেতা।। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) সে কথা যদি বলো, কেবল ড্রয়িংমের দৃশ্যেই এক কাপ অ্যাকচুয়াল চা খাবার অনুমতি মেলে কখনো সখনো। নইলে। স্টেজের ওপর ঘোড়দৌড়ও যা --- পাঁঠাকাটাও তাই --- ঐ জাতীয় সব ক্রিয়াকলাপই বডি - ল্যাংগুয়েজে সারতে হয়। তোমাদের কথা আলাদা - তোমরা ক্যামেরা নিয়ে বন জঙ্গলে মাঠে ঘাটে চলমান বাস্তব জীবনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারো। আমরা যে খাঁচার পাখি ভাই, বিশ - বাইশ - ত্রিশ প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে শেকলে বাঁধা।

চিত্রাভিনেতা।। খাঁচার পাখি, পাখি নয়রে ভাই -- মঞ্চের চাষীও নয় সত্যিকারের চাষী! তোমরা জল থেকে নির্বাসিত বরফে- ঢাকা চুপড়ির মাছ। বলি, কোনদিন নদীর স্রোতে গা ভাসিয়েছ?

চিত্রাভিনেতা।। আলবাৎ। এই তো সেদিন মুর্শিদাবাদে গঙ্গা সাঁতরে পার হলুম। পরপর বারোটা শট দিলুম।

মঞ্চাভিনেতা।। (মরমে মরে গিয়ে) আমাদের গঙ্গা মহাদেবের জটা বেয়ে নামেনি ভাই, নেমেছে আলোকশিল্পীর মাথা থেকে।থান কাপড়ে আলো ফেলে গঙ্গা সৃষ্টি করা হয়। নেপথ্যে লুকিয়ে থেকে দুমুড়ো ধরে দুজনে নাচায় - ঐ আমাদের ঢেউ!

চিত্রাভিনেতা।। আর তোমাদের গাছ? সে তো পেপার পাল্পের! ...ফুল? সে তো প্ল্যাস্টিকের! লতাপাতা? সে তো ফোমেরন্যাতা। আকাশ? সাইক্লোরামা! হ্যা হ্যা হ্যা... সব সাজানো, সব বানানো...থ্রাইস অফ দ্য ট্রুথ...বাস্তব থেকে তিনশো মাইল দূরে...বহু হাত

ফেরতা! (খুচরো হাসির ফাঁদে দম নিয়ে) চলে এসো ভাই, ফিল্মে চলে এসো...চলমান জীবনের মধ্যে নেমে এসো... গতির মধ্যে নেমে এসো! সিনেমা আসার পরে থিয়েটার মিডিয়াম অচল, নেহাৎ বালত্রীড়া... মিথ্যে!

মঞ্চাভিনেতা।। (ক্ষেপে) জ্ঞান দিয়ো না। ঐ মিথ্যেকে সত্যি বলে দাঁড় করাও তো দর্শকের চোখে...বুঝি তোমার কেরামতি! লোহার কোদাল চালালে সবারই গা হাত পা টনটন করে, টিনের কোদাল কাগজের কোদাল নিয়ে সেই টনটনানিটা জাগিয়ে তোল দেখি পেশীর ওপর...স্টেজে দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ! (পাল্টা হাসি ছুঁড়ে) তার জন্য ফিজিকাল অ্যাক্টিং জানা দরকার রে ভাই ... মঞ্চমায়া সৃষ্টি করবার ছলাকলা শেখা চাই। অনুশীলন দরকার। খালি ঢুলঢুল চোখে নায়িকার দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে মুচকি মুচকি হাসলেই হয় না। নাভির শেকড় থেকে দম টেনে নিয়ে বুক ফাটিয়ে একবার হাসতো শুনি! সে কল্‌জে থাকা চাই। (দম নিয়ে) থিয়েটারে ঢোকো, সব শিখিয়ে দেব।

চিত্রাভিনেতা।। খামোকা নাভির শেকড় ধরে টানাটানি করতে যাবো কেন? আমি তো সন্তযোগী না, কুস্তিগীরও না। আমি অ্যাক্টর...

মঞ্চাভিনেতা।। তবে আমিও বা মাঠে ঘাটে জলকাদা ঠেঙাতে যাবো কোন্ দুঃখে যেটা না করেও আমি কাজের কাজটা করতে পারি? একেই তো বলে অভিনয়....

চিত্রাভিনেতা।। দূর! অস্বাভাবিক অভিনয়! একটা কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে কৃত্রিম ক্রিয়াকলাপ...

মঞ্চাভিনেতা।। কৃত্রিমতা তোমাদের নেই? আজ না হয় আউটডোর সেরে গায়ের ব্যথাটুকু নিয়ে আদিখ্যেতা করছ--- হলপ করে বলতে পারো বোলপুরের ঐ ধানক্ষেত কোনদিন ইনডোরে স্টুডিয়ো ফ্লোরে বানানো হবে না? কয়েক বস্তা বালি ছড়িয়ে কোনদিন মভূমি বানাওনি তোমরা? মাটির টিবির ওপর চুন ছড়িয়ে তৈরী হয়নি তোমাদের তুষারবৃত্ত হিমগিরি? তখন কোথায় থাকে অ্যাকচুয়াল রিয়্যালিটির অকৃত্রিম প্রতিফলন? আরে অচল রেলগাড়ির পেছনে সীন টানাটানি করে যারা চিরকাল বোম্বে এক্সপ্রেস চালিয়ে এলো---

চিত্রাভিনেতা।। অ্যাই, অ্যাই---ওটা আমরা তোমাদের থিয়েটারের কাছ থেকে শিখেছি। সিনেমার বয়স তো বেশি না--- ছেলেমানুষ। তোমাদের ঐ বুড়ো স্টেজের দেখাদেখি তার মতো লাঠি ভর দিয়ে হেঁটে ফেলেছে। তবে হ্যাঁ, বুড়োর প্রভাব আমরা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছি, সর্বতোভাবে করছি---দ্রুত কাটিয়ে উঠছি---

মঞ্চাভিনেতা। আগে পুরোটা ওঠো---তারপর বলো। হ্যা, আমরা মঞ্চের ওপর কাটবোর্ডে তৈরী খেলনা রেলগাড়ি চালাই --দর্শকের সামনেই চালাই--- ঢাকাঢাকি করি না। আমরা বস্তুর বাহ্য চেহারা নিয়ে মাথা ঘামাই না। বস্তুর আদলটুকু দেখিয়ে জীবন্ত মানুষের রি-অ্যাকশান দেখাই। শুধু রেল কেন, মঞ্চে ঘোড়া তুলতে হলে মানুষকেই ঘোড়া সাজাই। দর্শক আপত্তি করে না। থিয়েটারের দর্শক বস্তুজগত দেখতে আসে না, আসে মানুষের অন্তর্জগত দেখতে।

চিত্রাভিনেতা।। আশ্চর্য! মানুষ সাজিয়ে ঘোড়া বানাও? তাও লোকে দেখে! ঘোড়ার বদলে মানুষ!

মঞ্চাভিনেতা।। তুমি সাঁতার জানো?

চিত্রাভিনেতা।। জানতুম। অনেকদিন অভ্যেস নেই। কেন?

মঞ্চাভিনেতা।। বল্লে কিনা মুর্শিদাবাদের গঙ্গা পার হয়েছ?

চিত্রাভিনেতা।। আমি না, আমার ডামি পার হয়েছে। (চারদিকে চোরাদৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে) ধরা যাবে না, ক্যামেরা এমন অ্যাঙ্গেলে বসানো হয়েছিল---

মঞ্চাভিনেতা।। আমরা মানুষ সাজিয়ে ঘোড়া বানাই--- তোমরা মানুষকে মানুষ বদলে দাও। না, এত সুবিধে আমাদের নেই ভাই। ইন্টারভ্যালে ভেদবমি হলেও দ্বিতীয় অঙ্কে ঐ নিয়েই আমাকে নামতে হবে, নামতেই হবে। কিন্তু সাবধান ভাই, তোমাদের ক্যামেরা একদিন এমন অ্যাঙ্গেলে বসবে, তোমার অভিনয় তোমার ডামিই সেরে দেবে। তুমি শুধু ঘরে বসে কল্-কার্ডে সই মারবে। যাক্ আসল -নকল, সত্য - মিথ্যা, স্বাভাবিক - কৃত্রিম নিয়ে আর তর্কাতে চাই না--- শুধু একটা কথা জিগ্যেস করি। যখন তোমার সামনে কামানের মত ক্যামেরা বসেছে---ক্যামেরাটির পেছনে কালোকাপড় মুড়ি দিয়ে গোলন্দাজের মতো হুমড়ি খেয়ে আছেন ক্যামেরাম্যান - ডাইনে বাঁয়েসামনে পেছনে আরো দশজন তোমার মুখের ওপর রিফ্লেক্টার ধরে আছেন, পরিচালক হাঁক দিচ্ছেন 'স্টার্ট সাউন্ড-স্টার্ট ক্যামেরা--অ্যাকশান'--- তখন কোন্টা আসল গাছ কোন্টা প্ল্যাস্টিকের -- পায়ের তলায় মাটি না সিমেন্ট--এ বোঝার মতো জ্ঞান কি থাকে তোমার? থাকে কোনো অভিনেতার? না বুকের মধ্যে একঝাঁক চড়াইপাখি তখন চান করতে শু করে?

চিত্রাভিনেতা।। আঃ চেঁচাও কেন? থিয়েটার করে আর কিছু না পাও, হেঁড়ে গলাটি পেয়েছ। হচ্ছে সমপেশার ভাইয়ে ভাইয়ে কথা, তাও সপ্তম পর্দায়! (দামী সিগারেট বার করে ঠুকতে ঠুকতে) সব ব্যাপারটাই তোমাদের লাউড ! যেমন কণ্ঠস্বর তেমনি মেকআপ...সবটাই জ্যাবড়া! আবেগ প্রকাশে বাড়াবাড়ি...হাসবে একরাশ...কাঁদবে একরাশ...অকারণ মাথা হাত পা ঝাঁকাঝাঁকি...লম্ফঝম্ফ...বেড্‌সীনে মনে হয় লাঠিখেলা করছ। না - না তোমাদের দিয়ে সূক্ষ্ম মিহি অন্তরঙ্গ অভিনয় এজন্মে সম্ভব নয়।

মঞ্চাভিনেতা।। (গলা নামিয়ে) মেনে নিচ্ছি! (পেপারমেন্ট ভরা একজোড়া পান গালে ঢুকিয়ে) নিত্য হাজার দুহাজার দর্শকের মুখোমুখি হতে হয়---তার মধ্যে কেউ হাসছে, কেউ কাশছে, কেউ বাচচা থাবড়াচ্ছে...গলা না চড়িয়ে উপায় কী ভাই? আমরা থিয়েটারের লোকেরা ধরে নিই দর্শক মাত্রই শত্রু --- আর পিছনের সারির দর্শক অন্ধ এবং বধির। বাড়াবাড়ি না করলে তাদের কাছে পৌঁছুবো কেমন

করে?
চিত্রাভিনেতা।। সেদিকে আমাদের কতো সুবিধে ভাবো। ফিসফিসানি, ছোট্ট গলা ঘড়ঘড়ানি, খাটো দীর্ঘশ্বাস, চাইকি জিবের সঙ্গে ঠোঁটের সংস্পর্শে যে তুত্তু আওয়াজটি হয়---সব পরিষ্কার - পরিচ্ছন্নভাবে টেপ রেকর্ডারে ধরে রাখা হয়। পিঁপড়ের পায়ের মতোচোখের কোণের ক্ষুদে ক্ষুদে ভাঁজ... মায় চিবুকের তিলটি পর্যন্ত ক্লোজআপে ধরা থাকে।
মঞ্চাভিনেতা।। আমাদের তিল ভাই তুলো দিয়ে তালের আকারে বানাতে হয়। নইলে দুরের দর্শক ঠাহর করতে পারে না। আমাদেরতো তোমাদের মত অত যন্ত্রপাতির ব্যাকিং নেই - ক্যামেরার জুম লেন্স ও নেই।
চিত্রাভিনেতা ।। তাই তো বলছি, চলে এসো সিনেমায়। দেখবে ঝুঁকি কতো কম। একটা শট্ - এর পাঁচরকম টেকিং হবে...পরিচালক মশাই পাঁচটা থেকে একটা বেছে নেবেন... তার মধ্যেও যদি একটু আধটু গোলমাল চোখে পড়ে---সম্পাদক মশাই কয়েকটা ফ্রেম ছেঁটে বাদ দিয়ে দেবেন। ধরো আজ তোমার গলা ভেঙে গেছে, কোই বাত্ নেই, যেদিন গলাটি ঝজঝকে তকতকে হবে সেদিন সাউন্ডস্টুডিয়োর নিঃশব্দ ঘরে শব্দযন্ত্রী মশাই তোমার সংলাপ রেকর্ড করে নেবেন।
মঞ্চাভিনেতা।। হুঁ! আমাকে কিন্তু সেই ভাঙা গলা নিয়েই চেঁচাতে হবে।
চিত্রাভিনেতা।। তবে? আমার ছবি চলবে প্রেক্ষাগৃহে, আমি বাড়ি বসে ঘুমোব। সত্যি ভাই, রোজ রোজ গাদা গাদা লোকের সামনে দাঁড়িয়ে কী যে সুখ পাও!
মঞ্চাভিনেতা।। (উদীপ্ত কণ্ঠে) এটাই আমাদের চ্যালেঞ্জ! আমি মঞ্চে গিয়ে দাঁড়াবো, আমার পরিলাচকও তখন পাশে থাকবেন না, সম্পাদকও না, শব্দযন্ত্রীও না। আমি একা। একদিকে নিজের অভিনেয় চরিত্রটি ফোটাবো আর একদিকে শত্রু-ভাবাপন্ন দর্শকদের বশ করব, সহশিল্পীদের ভুলচুকও সামলাবো। একটা - আমি অভিনয় করবে, আর একটা - আমি চারদিকে পাহারা দেবে। আমিই আমার সম্পাদক, আমিই আমার শব্দযন্ত্রী। আমিই আমার ভাগ্যনিয়ন্তা। আমার সার্বভৌম কর্তৃত্ব। অর্জুনের মনোযোগ, ভীষ্মের সহনশীলতা, কর্ণের বিক্রম আর শ্রীকৃষ্ণের রিফ্লেক্স বা তাৎক্ষণিক প্রত্যুৎপাদন ক্ষমতা নিয়ে গড়ে ওঠে একজন মঞ্চাভিনেতা, একটি বহুমুখী ব্যক্তিত্ব। তোমাদের মতো সব দায়দায়িত্ব পরিচালক সম্পাদক শব্দযন্ত্রী কি প্রদর্শকের কাঁধে চাপিয়ে আমরা বাড়ি বসে ঘুমোই না। প্রতিরাত্রে সরাসরি দর্শকের মোকাবিলা করি। এক দাণ উন্মাদনা। ঢুকেই দ্যাখো না থিয়েটারে---
চিত্রাভিনেতা ।। মাপ করো ভাই--- হাজার হাজার লোকের ভীড়ে অভিনয়ের ছোট ছোট কাজ মার খাবে---
মঞ্চাভিনেতা।। না না খুলবে। (উত্তেজনায় গালের শেষ সুপুরি কুচিটা ফেলে দিয়ে) যখন হাজার হাজার দর্শকের হাততালি শুনতে পাবে, কিংবা যখন পূর্ণ রঙ্গালয় হাসি কাশি ভুলে স্তব্ধ হয়ে তোমার কথা শুনবে...দেখবে লম্ফঝম্ফ ছেড়ে কত ছোট ছোট কাজ করছো তুমি। নাটকের মধ্যে ডুবে গিয়ে কতো অজস্র বিন্দু বিন্দু মণিমুক্তো তুলে আনছ--যার হিসেব নাট্যপরিচালকও তোমাকে দিতে পারেননি। সে যে কী অভিজ্ঞতা তুমি বুঝবে না। পর্দায় ছায়া হয়ে আছো ---জ্যান্ত দর্শক আর জ্যান্ত অভিনেতার মধ্যেকার জলজ্যান্ত লেনদেনের আনন্দ তুমি আন্দাজ করতে পারবে না। এ সুখ পাবেন সেই গায়ক--- সমঝদার শ্রোতার সমাবেশে যিনি নিজেকে মেলে ধরেন।পাবেন একজন অধ্যাপক, কৌতূহলী ছাত্রের তৃষ্ণা মেটাতে যিনি নিজেকে নিঃশেষিত করতে প্রস্তুত।
চিত্রাভিনেতা।। বড় বেশি কথা বলো তুমি। সব সময় যেন থিয়েটার করছ! (হাঁ করে সিগারেটের ধোঁয়ার চাকা ছুঁড়তে ছুঁড়তে) নাটকে তোমাদের গাদা গাদা কথা থাকে কেন? বলে বলে শেষ করা যায় না।
মঞ্চাভিনেতা।। সিনেমায় তোমাদের অতো ছবি থাকে কেন?
চিত্রাভিনেতা ।। যাববাবা, ছবিই তো সিনেমা। সিনেমায় ছবিই তো কথা বলে----
মঞ্চাভ্যিনেতা।। আমরা কথা দিয়েই যে ছবি আঁকি। অদৃশ্য নেপথ্য, দূর অতীত, অনাগত ভবিষ্যৎ---সব কথা সুতোয় সেলাইকরে আমরা নকশিকাঁথা বানাই। তোমাদের আছে ছবির মন্তাজ, আমাদের কথা মন্তাজ!
চিত্রাভিনেতা।। যাই বলো, ও আড়াই ঘন্টার নাটকে একটানা অভিনয় করা বেশ ক্লান্তিকর! আমাদের তো ধরো, একটা ছবিশুটিং চলে মাস কয়েক ধরে। দিনে বড়জোর আট দশটা শট্ দিই। টোটাল সময় বড় জোর পনেরো মিনিট।
মঞ্চাভিনেতা।। এত টুকরো টুকরো করে কাজ করো কি করে ভাই? খেই হারিয়ে যায় না?
চিত্রাভিনেতা।। ওটাই যে আমাদের কাজের চ্যালেঞ্জ! আজকের আবেগ, আজকের অভিব্যক্তি এক মাস বাদে ফিরিয়ে আনতে হবে। নিমেষে ডুব দিতে হয় অতীতে। মাছের মতো বিনা প্রস্তুতিতে ডুব দেবার ক্ষমতা অর্জন করতে হয়। (সিগারেটে ঘন ঘন টান দিয়ে) এই আমাকেই ধরো না --- আজ মাটি কেটেছি--- কাল সকালে মরব--- পরশু শালীর সঙ্গে রসিকতা করব--- বিয়ের সীনটা ধরা হবে তার দুমাস পরে---
মঞ্চাভিনেতা।। বিয়ের আগেই তোমরা শালী পেয়ে যাও---আমরা বিয়ে করেও পাই না।
চিত্রাভিনেতা ।। তবে? যে বিয়ের দৃশ্যটা একটানা গ্রহণ করা হবে, তাও না। সকাল বেলা ও মালা দিল--- সারাদিন পুত নাপিতের রি-অ্যাকশন টেক করা হলো--সন্ধেবেলা আমি মালা দিলুম। আগুপিছু... এগিয়ে পিছিয়ে...

মঞ্চাভিনেতা ।। বুঝেছি বুঝেছি। ছাতে ওঠার সিঁড়িতে পঁচিশখানা ধাপ। আগে চোদ্দ নম্বরে পা দেবে...তারপর তিন নম্বরে... তারপর তেরো নম্বরে...

চিত্রাভিনেতা ।। ধরেছ ঠিকই...তবে না বুঝেই ধরেছ। ঐ যে বললে, পা দেওয়া, ঠিক তাই। কখনো একটা শটে পায়ের ক্লোজ আপ নেওয়া হলো--- কখনো বা হাতের, কখনো কাঁধের গামছাটার। মানে সব সময় যে শটের মধ্যে গোটা আমাকেই থাকতে হবে, তাও নয়। আমার হাত পা আঙ্গুলের ডগাটুকু থাকলেও চলবে। (মঞ্চাভিনেতার চোখ কপালে ওঠে) কী? মনে হচ্ছে ব্যাপারটা এবার তোম ার মনে ধরেছে?

মঞ্চাভিনেতা ।। না ভাই, দেহটাকে খণ্ড খণ্ড করে অভিনয় করতে পারব না। সর্বাঙ্গ দিয়ে অভিনয় করি। এক পা গ্রীনমে, আর এক পা স্টেজে---এমন কখনো হয় না। নাটক ধাপে ধাপে এগোয়। ক্লাইম্যাক্সের ছাতে উঠতে সিঁড়ির ঐ পঁচিশটা ধাপ ক্রমানুসারে পার হতে হবে। আচ্ছা ভাই, এই যে কতো মাস ধরে টুকরো টুকরো শট দিয়ে যাও, এতে কি অভিনয়ে চরিত্রটার পূর্ণ জীবনের পরিপূর্ণ স্বাদ তুমি কখনো পাও?

চিত্রাভিনেতা ।। তার কি খুব দরকার আছে?

মঞ্চাভিনেতা ।। নেই? যে চরিত্রটা আমার মধ্যে ভর করছে, তার সমগ্র আস্বাদন আমি নেব না? আমার সৃষ্ট মানুষটার দৈর্ঘপ্রস্থ গভীরতার মাপ রাখব না? তার সুখ আাদ দুঃখ বেদনা, তার চি অচি বোধবুদ্ধি, তার সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে সর্বাত্মক আত্মীয়তা পাতাবো না? শিল্পীর বড় পাওনা যে সেটাই । না ভাই, জীবনের এখানে ওখানে ছোঁ মেরে তোমরা একটা বড় সুখ থেকে বঞ্চিত হচ্ছ। খণ্ড জুড়ে কখনো কি পূর্ণাঙ্গ ধরা যায়? একটা কবিতা খণ্ড খণ্ড করে পড়া আর গোটাটা একটানা পড়ার মধ্যে ঢের ঢের তফ াৎ!

চিত্রাভিনেতা।। ওরে মাঝপথেপার্ট ভুলে গেলে সব তফাৎই উবে যাবে। আমাদের ভুল হলে দৃশ্য পুনর্গ্রহণ করা হয়। তোমাদের সে সুযোগ আছে? যা বলবে যা করবে--- একবারই। ভুল হলে ভুলটাই রয়ে যাবে, শোধরাতে পারবে না।

মঞ্চাভিনেতা ।। তোমার তাই মনে হচ্ছে --- কিন্তু আমার ধারণা, ভুল শোধরানোর সুযোগটা থিয়েটারেই বেশি। ধরো তোমার ছবি রিলিজ করল...আর লোকে তোমাকে ছ্যা ছ্যা করতে শু করল। তখন তুমি শোধারাচ্ছ কী করে? ঘরে বসে আঙুল কামড়াবে।কিন্তু থিয়েটারে? আজকের ভুল কাল শুধরে নেব। না পারি, পরশু নেব। রাতের পর রাত শোধরানোর চেষ্টা চালিয়ে যাবো। প্রতি রজনীতে নিজেকে নিয়ে পরীক্ষা - নিরীক্ষা চালিয়ে যাবো। নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করব। বারে বারে নতুনতর হয়ে ওঠার সম্ভাবনাআমার আছে, তোমার নেই।

চিত্রাভিনেতা ।। আমারই আছে। এ ছবিটা দেখে নিয়ে পরের ছবিতে সামলাবো। বার বার পর্দায় নিজের কাজ দেখে, নিজেকে বুঝে নেব। তুমি কি তা পারো? পারবে কোনদিন নিজেকে নিয়ে প্রত্যক্ষ করতে? পরের মুখে সমালোচনা শুনে বেড়াও। অপরে যে তোমাকে ভুল পথে চালিত করছে না, বুঝছ কী করে? আরে ভাই নিজের কীর্তি নিজে দেখার মধ্যে যে একটা মাদকতা আছে, সেটা মানবে তো? আমার অভিনয় করা ছবি পঞ্চাশ বছর পরে আমার পরপুষ দেখবে, তোমার পরপুষ পারবে তোমার মঞ্চাভিনয় দেখতে? পরের মুখে ঝ াল খেয়ে চুক্‌চুক্‌ করবে। ভেবে দ্যাখো ভাই হল - ভরতি দর্শকের মাঝে বসে তুমি বৌ ছেলে মেয়ে নিয়ে সামনের পর্দায় তোমার কাজ দেখছো -- বিশ্লেষণ করছো -- তারিফ করছো, বাতিলও করছো---

মঞ্চাভিনেতা ।। হ্যাঁ, তোমার মতো নিজের অভিনয় কীর্তি দেখতে দেখতে নিজের থুতনি ধরে আদর করতে পারি না ঠিকই। তবে যত য াই কর, ভুলেও বৌ ছেলে মেয়ে নিয়ে নিজের কীর্তি দেখতে যেয়ো না। স্ত্রী পুত্রের সামনে একঘর লোকের হাতে মারধোর খাবে, সেটা কি খুব সুখের হবে?

চিত্রাভিনেতা ।। (আধপোড়া সিগারেট পা দিয়ে পিষে) ইচ্ছে করছে তোমার নাকে একটা ঘুষি মারি!

মঞ্চাভিনেতা ।। ছিঃ ! তুমি মারবে কেন? বিকেলে থিয়েটারে থাকব, তোমার ডামিকে পাঠিয়ে দিয়ো।

হারানো প্রাপ্তি নিদ্দেশ